সকল প্রশংসা তাঁর

আবদুল মান্নান সৈয়দ

ঐতিহ্য

সকল প্রশংসা তাঁর

সকল প্রশংসা তাঁর—যিনি ঊর্ধ্বাকাশের মালিক;
নক্ষত্রের চলাফেরা চলে যাঁর অঙ্গুলিহেলনে;
আমরা আশ্রিত তাঁর করুণায় : জীবনে, মরণে;
তাঁর আলো চন্দ্র-সূর্য-তারাদের আলোর অধিক।

তাঁরই মুক্ত প্রজ্বলিত ঘন-নীল রাত্রির ভিতরে;
তাঁরই হীরা দীপ্যমান দিবসের পূর্ব ললাটে;
যুক্ত করে দেন তিনি তুচ্ছতাকে—অসীমে, বিরাটে;
সমস্ত সৌন্দর্য তাঁরই লোকোত্তর প্রতিভাস ধরে।

বিপর্যয় দিয়ে তুমি রহমত দিয়েছ তোমার,
দুঃখের দিনের বন্ধু, হে পরোয়ারদিগার!
কষ্টের নিকষে তুমি আমাকে করেছ তলোয়ার,
সম্রাটেরও হে সম্রাট, হে পরোয়ারদিগার!
স্বপ্নের ঘোড়ার পিঠে আমাকে করেছ সওয়ার,
হে রহমানুর রহিম! হে পরোয়ারদিগার!

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন

[হজরত আলী রা.-এর বর্ণনানুসরণে]

তিনি ছাড়া কেউ জ্ঞানী নয়, সকলেই জ্ঞানের অনুসন্ধানকারী।

—নাহজুল বালাঘা : হজরত আলী (রা.)

তাঁকে কেউ দেখেছে কি মরচক্ষে? দৃষ্টির নন্দনে?
কেবল হৃদয়ে তাঁকে কেউ-কেউ করে অনুভব।
সমস্ত বস্তুর মধ্যে মিশে তিনি আছেন গোপনে—
অথচ স্পর্শ তাঁকে করতে পারে না এইসব।

সমস্ত দ্যাখেন তিনি—কিন্তু তাঁর দৃষ্টি নেই কোনো।
নির্মাণ করেন তিনি—কিন্তু কোনো হাত দিয়ে নয়।
সব-কিছু থেকে দূরে—কিন্তু নন বিচ্ছিন্ন কখনো।
—তাঁকে পেতে হলে, প্রিয়, মুক্ত করো তোমার হৃদয়!

তিনিই প্রথমতম—যাঁর পূর্বে ছিল না প্রথম।
তিনিই সর্বশেষ—যাঁর পরে নেই কোনো শেষ।
জীবনের অন্তস্তলে রয়েছেন নীরবে, গভীরে।
সকল প্রশংসা তাঁর—যিনি পরমতম পরম।
সকল জ্ঞানের উৎস—যিনি অনশ্বর, অনিঃশেষ।
—খেলাধুলো সাঙ্গ হলে আমরা যাব তাঁর কাছে ফিরে ॥

‘জ্যোতির উপরে জ্যোতি’

আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।
—২৪ : ৩৫ : কুরআন শরিফ

কাচের আধারে এক উজ্জ্বল তারকা দীপ্তিমান।
অগ্নি তাকে জ্বালায়নি। জায়তুনের তেলে প্রজ্বলিত—
যে-তেল প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়। সমর্পিত
নিরগ্নি শিখায় এক—অজর, অক্ষর, অম্লান।

জ্যোতির উপরে জ্যোতি, আলোর ভিতরে আলো জ্বলে
কাচের ভিতরে কোনো আকাশের অনশ্বর তাকে।
পৃথিবী, আকাশ, চরাচর-আলো দ্যায় সে সবাকে।
পবিত্র মহান জ্যোতি জ্বলে যায় নিরগ্নি অনলে।

উপমা বিহনে, হায়, অসম্ভব তোমার বর্ণনা
তুচ্ছ মানুষের কাছে। হে রহমানুর রহিম!
আত্মা থেকে সপ্তম আকাশ অব্দি তোমার পূর্ণিমা
প্রজ্বলিত—প্রবাহিত। তেজঃপুঞ্জ অনন্ত অসীমা
জ্যোতির উপরে জ্যোতি, সর্বব্যাপ্ত, হে মহামহিম!
আমার হৃদয়ে ফ্যালো তোমার আলোর এক কণা ॥

স্তরে-স্তরে

আমি শপথ করি গোধূলির, আর রাত্রির আর তা যে ঢেকে দেয় তার,
আর শপথ করি চন্দ্রের যখন সে পূর্ণ! তোমরা নিশ্চয় এক স্তর থেকে
আর স্তরে বিচরণ করবে।

—৮৪ : ১৬-১৯ : কুরআন শরিফ

শপথ সন্ধ্যার আর ঘননীল সুশান্ত রাত্রির,
আমিও জেনেছি এই জীবনের পরম বিকাশ :
এই তো কণ্টক বিদ্ধ, এইমাত্র কুসুমসংকাশ :
বিপুল ঐশ্বর্যে ঝুলি ভরে গেছে সামান্য যাত্রীর।

পথে-পথে পাওয়া গেল অফুরন্ত হিরে-জহরত—
দুঃখের নিকষে শুদ্ধ। কত স্তর, কত স্তরান্তর :
জিভে লাগে নোনা স্বাদ, কানে বাজে মধু কণ্ঠস্বর :
দুঃখে-সুখে বেজে চলে অক্লান্ত প্রাণের নহবত।

শপথ দিনের আর পরিপূর্ণ সহাস্য চন্দ্রের,
আমিও জেনেছি এই জীবনের আতীব্র দহন; —
একই সঙ্গে দেখেনি কি গদ্যময় বাস্তবে ছন্দের
দোলাও চলেছে, যেন কুঁড়েঘরে নূপুরনিক্বণ?
হে রাজাধিরাজ! হে সর্বব্যাপ্ত পবিত্র মহান!
মেনেছি পঞ্চাশে এসে : একান্ত তোমারই সব দান॥

আদম

আর বললাম, ‘হে আদম, তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস
করো আর যা ইচ্ছা ও যেখানে ইচ্ছা যাও, কিন্তু এ গাছের কাছে
যেয়ো না, গেলে তোমরা সীমালংঘনকারীদের শামিল হবে।’

— ৭ : ১৯-২৫ : কুরআন শরিফ

কেন গিয়েছিলে তুমি সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের দিকে?
জান্নাতে তো নিশ্চিন্তে ছিলে। ছিল তো জান্নাতি ফলমূল,
ছিল হাওয়া—তোমার সঙ্গিনী। তবু কেন করলে ভুল?
ভুলে এসে পৃথিবীতে, মেনে নিলে দিনকে রাত্রিকে।

ভুল কি ভালোই হলো?—আশ্চর্য পৃথিবী দেখলাম—
গ্রহ-তারা, ফুল-ফল, আর সর্বশ্রেষ্ঠ আমরাই;
সব যত মরণশীল, সব যত নশ্বর-অস্থায়ী,
তারই তত আকর্ষণ; কষ্ট যত, ততই আরাম।

কেন গিয়েছিলে তুমি সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের দিকে?
কেন দীপ্র ফেরেশতারাও করেছিল সালাম তোমাকে?
কেন এলে পৃথিবীতে?—জেগে ওঠে অনেক জিজ্ঞাসা—
যে-জিজ্ঞাসা তাঁরই দান। কিছুতেই মেটে না পিপাসা।
মনে হয় : সব তাঁরই খেলনা নিয়ে খেলার শামিল—
যতক্ষণ-না মহাশিঙায় ফুঁ দেবেন ইস্রাফিল ॥

দুই ফেরেশতা

স্মরণ রেখো, দুটি ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে কাজকর্ম লিখে রাখে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিখে রাখার জন্য তাদের প্রহরী তাদের কাছেই রয়েছে।

—৫০ : ১৭-১৮ : কুরআন শরিফ

নিষিদ্ধ বৃক্ষের দিকে আমাদের প্রতিদিন যাওয়া।
জান্নাতের পথ ভুলে আমাদের রক্তের ভিতরে।
আমাদের মধ্যে আজো জেগে আছে আদম ও হাওয়া।
নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আমাদের আজো লুব্ধ করে।

তা বলে কি আমরা আজো নিজেদের ঊর্ধ্বে উঠি না?
কাঁটার ভিতর থেকে ফোটাই না রক্তিম গোলাপ?
বস্তুভেদ করে বাজে নাকি লোকোত্তর বীণা?
আকণ্ঠ পাপের মধ্যেও জাগে নাকি পুণ্যের প্রভাব?—

কাঁধের উপরে দুই ফেরেশতা জাগর প্রতিদিন
সব-কিছু লিখে চলে কেরামান-আর-কাতেবীন।
কত পাপ জমা হলো, পুণ্য কত, লেখে শব্দহীন
একমনে অবিশ্রাম কেরামান-আর-কাতেবীন।
পুণ্যে-পাপে দিন-রাত্রি কেটে যায় মলিন-রঙিন,
নির্বিকার লিখে চলে কেরামান-আর-কাতেবিন॥

হজরত মুহম্মদ (সা.) : আবির্ভাব

> হাসসান ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, 'আমি তখন সাত-আট বছরের বালক হলেও বেশ শক্তিশালী ও লম্বা হয়ে উঠেছি। যা শুনতাম তা বুঝতে পারার ক্ষমতা তখন হয়েছে। হঠাৎ শুনতে পেলাম জনৈক ইহুদি ইয়াসরিবের [মদিনার] একটা দুর্গের উপর উঠে উচ্চস্বরে "ওহে ইহুদি সমাজ!" বলে চিৎকার করে উঠল। লোকেরা তার চারপাশে জমায়েত হয়ে বলল, "তোমার কি হয়েছে?" সে বলল, "আজ রাতে আহমদের জন্মের সেই নক্ষত্র উদিত হয়েছে।"
>
> —সীরাতে ইবনে হিশাম

ইয়াস্‌রিবের দুর্গ থেকে জন্মের তারকা আহমদের
ওই দ্যাখো হতবাক হয়ে দেখছে ইহুদিসমাজ।
পৃথিবীর যুগ-যুগান্তের আশা পূর্ণ হলো আজ
'সালাম! সালাম!' ধ্বনি ছেয়ে গেল সমস্ত জগতে।

শতাব্দীর প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হলো নির্বাপিত।
আলোকিত হয়ে উঠল সিরিয়ার প্রাসাদমণ্ডলী।
জমিন-আসমান সব নত হয়ে লিখল গীতাঞ্জলি।
পারস্যের প্রাসাদের চোদ্দ চূড়া ভূতল-লুণ্ঠিত।

দ্বাদশ রজনী—সোমবার—রবিউল আউয়াল
বক্ষে তাঁকে পেয়ে হলো হর্ষে মত্ত, উদ্দাম, উত্তাল।
সোমবার—রবিউল আউয়াল—দ্বাদশ রজনী
ধন্য হলো বক্ষে পেয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রত্নমণি।
রবিউল আউয়াল—দ্বাদশ রজনী—সোমবার
সালামে-চুম্বনে তাঁকে রোমাঞ্চিত নিজেই বারবার॥

হজরত মুহম্মদ (সা.) : মিরাজ

বাইতুল মাকদাসের অনুষ্ঠানাবলি সমাপ্ত হলে আমার সামনে ঊর্ধ্বাকশে আরোহণের সিঁড়ি হাজির করা হলো। এমন সুন্দর কোনো জিনিশ আমি আর কখনো দেখিনি। মৃত্যুর সময় হলে মানুষ এই সিঁড়িই দেখতে পায় এবং এর দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। আমার সঙ্গী [জিব্রাইল] আমাকে ঐ সিঁড়িতে আরোহণ করালেন এবং আমাকে সাথে নিয়ে আকাশের একটি দরোজার গিয়ে থামলেন।...

—রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উক্তি : 'সীরাতে ইবনে হিশাম'

সময়ের চেয়ে দ্রুত ডানাঅলা বোররাক ছুটেছে।
জিব্রাইল আর তিনি উড়ে চলেছেন ঝড়গতি।
ঘোড়ার পায়ের নিচে চূর্ণ হচ্ছে নক্ষত্রের মোতি।
উল্কা-চাঁদ-তারকার ঘূর্ণিঝড় সবেগে উঠেছে।...

প্রথম আকাশ থেকে সপ্তম আকাশ অব্দি চলে
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সব নবীদের পাশে থেকে দেখা
জান্নাত ও দোজখের দৃশ্যাবলি। তারপর একা
আল্লার সান্নিধ্যলাভ হলো তাঁরই করুণার বলে।

—তাহলে ঘুমের মধ্যে পৃথিবীর সত্য ধরা পড়ে?—
দিনের সত্যের চেয়ে সত্যতর যে-নৈশভ্রমণ
খুলে দ্যায় পৃথিবীর মহত্তম মানুষের কাছে—
এই পৃথিবীর চেয়ে বেশি সত্য পৃথিবীও আছে—
সপ্তম আকাশ পার হয়ে তিনি গেলেন যখন
আকাশের দরোজা খুলে, একা, কারো হাত না-ধরে ॥

রাহ্‌মাতুল্লিল আ'লামিন

বালাগাল উলা বি-কামালিহি,
কাশাফুদ্দুজা বি-জামালিহি,
হাসুনাৎ জামিয়্যু খিসালিহি,
সাল্লু আলায়হে ওয়া আলিহি ॥

—শেখ সাদী

তাবৎ পূর্ণতা নিয়ে শীর্ষে হয়েছেন উপনীত,
অপার সৌন্দর্যে তিনি আলো করেছেন তমসাকে,
আশ্চর্য চরিত্র তাঁর অতুলন সৌন্দর্যে মণ্ডিত,
রাহ্‌মাতুল্লিল আ'লামীন—হাজার সালাম তাঁকে॥

—রূপান্তর

সমস্তসুন্দর তুমি : দীর্ঘ দেহ, সুগঠিত কাঁধ,
বর্ণ শাদা-রক্তিমাভ, স্মিত হাসি লেগে আছে ঠোঁটে,
কালো চুল, নীল চোখ, জ্যোতি খেলে অগাধ-অবাধ :
শরীরে তোমার সূর্যালোক বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে ।

শরীর শরীর নয়;—সে তো মূলে আত্মার দর্পণ :
তোমার দীর্ঘ বাহু চরাচরে ব্যাপ্ত হয়ে যায়;
তোমার নীলিম চোখ হয়ে ওঠে বিশাল গগন;
চরাচর ছেয়ে যায় অলৌকিক আত্মার আভায় ।

অকাশের সূর্য কারো সাধ্য আছে ঢেকে রাখতে পারে?
চাঁদের আলো-কে কারো সাধ্য আছে রাখবে থামিয়ে?
তুমি ব্যাপ্ত হলে এই পৃথিবীর আলো-অন্ধকারে
সূর্য আর চাঁদের মতন । চোদ্দ শো বছর গিয়ে
জ্বলবে আরো শত-শতাব্দীতে দ্বিতীয় সূর্যের মতো;
দ্বিতীয় চাঁদের মতো প্রতি রাত্রে হবে বিকশিত॥

হজরত মুহম্মদ (সা.) : তিরোভাব

[হাসসান ইবনে সাবিত রা.-র এলেজির কথা মনে রেখে]

রাত্রে লোকেরা [রাসুলুল্লাহ্ সা.—কে সমাহিত করার মাধ্যমে]
জ্ঞান, দয়া ও সহিষ্ণুতাকে
সমাহিত করেছে... ।

—হাসসান ইবনে সাবিত (রা.)

‘ছিলাম ঝর্নার পাশে; কণ্ঠ শুষ্ক তৃষ্ণায় এখন ।—
কেননা সমস্ত জ্ঞান, সব দয়া—সহিষ্ণুতা—
মাটির অনেক নিচে চলে গেছে । ক্রন্দন-ক্বণন
ব্যাপ্ত কখনো, কখনো কথা বলছে শুধুই নীরবতা ।

কেঁদেছে মসজিদ আর কেঁদেছে নির্জন স্থানগুলি
তাঁর শোকে । কাঁদেনি কে? চরাচর, মৃত্তিকা, আকাশ
এখন রোদনশীল । কেঁদে ফেরে নক্ষত্র ও ধূলি ।—
নির্বাপিত হয়েছেন আল্লার জ্যোতির উদ্ভাস ।’

—চোদ্দ শো বছর পরেকার এই বাংলা কবিতায়
একথা জানাতে চাই : আজো তাঁর আত্মার বিভায়
পরিব্যাপ্ত এ-পৃথিবী । তিনি এক অজেয় পর্বত ।
মানবজাতির জন্যে খুলে দিয়েছেন মুক্তিপথ ।
কোটি হৃদয়-উদ্যান ভরে গেছে তাঁর ফুলে-ফলে :
জ্ঞান, দয়া, সহিষ্ণুতা ছড়িয়ে পড়েছে ভূমণ্ডলে ॥

খুলাফায়ে রাশেদীন

তোমারই প্রদর্শিত সোজা সত্য পথের পথিক,
আত্মলোপী, স্বস্থ, দয়াশীল : আবুবকর সিদ্দিক।
নীতিনিয়মের ক্ষেত্রে বজ্রতুল্য, হৃদয়ে গোলাপ,
অসমসাহসী বীর : উমর-ইবনুল-খাত্তাব।

কুরআনের সংকলন, ইউসুফের মতো রূপবান,
বালিতে যে-ঝর্না আনে : কমল-শ্যামল উসমান।
প্রজ্ঞার শহরে যিনি প্রদীপিত এক সিংহদ্বার,
কবিতা ও যুদ্ধে সমান কুশলী : আলী হায়দার।

তোমার পাহাড় থেকে নেমে আসা ওরা চার নদী
ভিজিয়েছে আমাদের জমিনের হৃদয় অবধি।
তোমার আকাঙ্ক্ষা থেকে উড়ে-যাওয়া ওরা চার হাঁস
দখল করেছে চার দিগন্তের সমগ্র আকাশ।
তোমারই সূর্যের রশ্মি চারজন করেছে বিস্তার—
আবুবকর, উমর, উসমান, আলী হায়দার॥

হজরত আবুবকর (রা.) : দৃষ্টিতে-শ্রবণে

নবীগণ ব্যতীত সূর্যের উদয়াস্তের এই পৃথিবীতে আবুবকর (রা.)-এর
চেয়ে মহত্তর কোনো ব্যক্তি কখনো জন্মায়নি।

—হজরত মুহম্মদ (সা.)

সাওর-গুহায় সঙ্গী হয়েছিল কে রসুলুল্লাহ্?
কে ছিল সত্য গ্রহণে দ্বিধামুক্ত, নিশ্চিন্ত নির্ভীক?
কে ছিল নবীর সঙ্গে যেন আলো, যেন অন্ধকার?
কে সর্বস্ব সঁপেছিল?—মুগ্ধ আবুবকর সিদ্দিক!

ছিলে—উমরের সাথে রসূলের দৃষ্টি ও শ্রবণ!
যে-কোনো ব্যক্তির চেয়ে ছিলে তাঁর ঘনিষ্ঠ অধিক।
গোলাপের পাপড়ি আর পাখির ডানার মতো মন
কে নিজেকে দিয়েছিল?—মুগ্ধ আবুবকর সিদ্দিক!

নবীজীর মৃত্যুকালে একটিই জানালা ছিল খোলা
তোমার বাড়ির দিকে। সেটাই তো যথেষ্ট ইশারা,
কার জন্যে নির্ধারিত পরবর্তী শ্রেষ্ঠ আসন?—
—বদরের যুদ্ধে যে দিয়েছিল নবীকে পাহারা;
—যে ছিল সূর্যের রশ্মি আর তাঁর মেঘের হিন্দোলা;
—যে ছিল সত্যের দৃষ্টি, কালোত্তর কালের শ্রবণ ॥

হজরত উমর (রা.) : গোলাপে-ইস্পাতে

হজরত উমর (রা.) বলেছেন, 'ইমরুল কায়েস অন্ধ ও অজ্ঞাত
বিষয়বস্তুকে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন।'

—আল ফারুক : আল্লামা শিবলী নো'মানী

ইমরুল কায়েস ক-টি অন্ধকে করেছে দৃষ্টিদান?—
তুমি শিখিয়েছ তার চেয়ে অনেক-অনেক বেশি :
তোমার চরিত্র যেন গোলাপে-ইস্পাতে মেশামেশি :
পুত্রকে ছাড়োনি; আর দাসকে—মানুষের সম্মান!

শিখিয়েছ কোমলতা-গোলাপের অধিক গোলাপ!
শিখিয়েছ কঠোরতা—ইস্পাতের চেয়েও ইস্পাত!
তলোয়ারে-কবিতায় পরস্পরে আলোকসম্পাত
ঘটিয়েছে একজনই : উমর-ইবনুল-খাত্তাব।

দীর্ঘদেহী, তীক্ষ্ণচক্ষু, হে খলিফাতুল মুসলেমিন,
রাত্রিব্যাপী, ঘুরে-ঘুরে নগরের অলিতে-গলিতে
খুঁজেছ কোথায় আছে অনাহারী, ক্ষুধাতুর দীন।
—তোমারই আদর্শ আজো আমাদের অবাধ্য শোণিতে
খেলা করে। তাই আজো মৃত্তিকার পৃথিবী রঙিন;
প্রবল বন্যারও শেষে শস্য জাগে উর্বর পলিতে॥

হজরত উসমান (রা.) : অজস্র প্রস্রবণ

আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, ‘উসমান!
যদি আল্লাহতালা তোমাকে খিলাফতের পোশাক পরিয়ে দেন,
তবে স্বেচ্ছায় কখনো তা খুলে ফেলো না।

—আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)

ইতিহাসে জ্যামিতি কি কাজ করে যায় শব্দহীন?
উমর এবং আলী বজ্রাদপি কঠোর; কোমল
আবুবকর, উসমান। উসমান লাজুক, নির্বল,
সত্তরেও সসংকোচ। একমাত্র আল্লার অধীন।

এমনই দরদি তিনি, খুললেন অজস্র প্রস্রবণ
মরুবালুকার দেশে; —একটিও নিজের জন্যে নয়।
সর্বশেষ দিনগুলিতে দেখালেন তৃষ্ণার বিজয়
কাকে বলে; কাকে বলে, শান্ত স্থির আত্মসমর্পণ।

নবীজীর কথা তুমি ফেলবে কি করে উসমান?—
মৃত্যুকে নিয়েছ তাই মেনে, শান্ত নৃপতি মহান!
নবীজীর কথা ভেবে, বিদ্রোহ ছড়াতে পারে ভেবে,
নির্বিকার জামা পাল্টে গিয়েছ মৃত্যুর মধ্যে নেবে।
কুরআন বুকে বেঁধে হে উসমান? হে জুন্নুরায়েন!
উজিয়ে এসেছ আজ মহাকাল-সমুদ্র সফেন ॥

হজরত আলী (রা.) : জ্ঞানের দরোজা

আমি জ্ঞানের নগরী এবং আলী তার দরোজা ।

—হজরত মুহম্মদ (সা.)

যোদ্ধা-কবি একই সঙ্গে, একই সঙ্গে রৌদ্রে-জ্যোৎস্নায়
প্লাবিত তোমার আত্মা । ভ্রাতৃরক্তে রাঙা পৃথিবীতে
চেষ্টা করেছিলে তুমি অফুরান শান্তি এনে দিতে;—
যে-ব্যর্থতা ভরে আছে লাবণ্যে ও মহৎ আভায় ।

আবুজরের সঙ্গেও গিয়েছিলে রাব্জায় তুমি;
উসমানকে বাঁচাতেও পাঠিয়েছিলে নিজেরই পুত্রকে;—
দরদি সেবক তুমি । অবিচল ছিলে সুখে, শোকে ।
বহু বিপরীতে গড়া তোমার আশ্চর্য মনোভূমি ।

প্রজ্ঞার শহরে যিনি প্রদীপিত এক সিংহদ্বার,
মৃত্যু তাঁকে কি করবে?—তাঁকে আরো করেছে অবার ।
খায়বরের যুদ্ধজয়ী, আসাদুল্লাহ, জ্ঞানেরও সম্রাট,
একই সঙ্গে যোদ্ধা-কবি : কালোত্তর, মহান, বিরাট ।
রাসুলের চারিত্রের রঙে রঞ্জিত বিশাল দিল্—
আজ তাঁর প্রশংসায় ভরপুর সমস্ত নিখিল ॥

সাহাবীরা

আমার সাহাবীগণ আকাশের এক-একটি নক্ষত্রের মতো, তোমরা তাঁদের যাঁকেই অনুসরণ করবে হিদায়েতপ্রাপ্ত হবে।

—হজরত মুহম্মদ (সা.)

তারকার মধ্য দিয়ে সংখ্যাহীন তারকা চলেছে :
সাহাবীরা—তারপর—তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন—
সবই তাঁর রশ্মিস্নাত—আকাশে প্রোজ্জ্বল, অমলিন :
বছর-বছর ধরে কত-কত নক্ষত্র জ্বলেছে।

সূর্য তো স্বয়ম্প্রকাশ; তবু তাঁর অনন্ত কিরণে
যাঁরা হয়েছেন হিল্লোলিত, সেই খাদিজা তাহিরা
থেকে আরো কত দীপ্তিমান পুণ্যবান সাহাবীরা—
তুলে ধরেছেন তাঁকে তিলে-তিলে স্মরণ-বরণে।

গোলাপের মধ্য দিয়ে সংখ্যাহীন গোলাপ ছুটেছে :
যা-কিছু নশ্বর তার মধ্য দিয়ে অবিনশ্বরতা
এঁরা গিয়েছেন রেখে—বর্ণনার স্মারক অক্ষর
এঁদেরই তুলিতে হলো প্রাণবান—জীয়ন্ত ফুটেছে
তাঁর রেখালেখ্য তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ সব কথা,
তাঁরই দীপ্তি লেগে হয়েছেন এঁরাও অবিনশ্বর॥

বেলালের কণ্ঠ থেকে

আবু জেহেল দিনে-দিনে যতই বাড়াক অত্যাচার,
অদম্য অপ্রতিরোধ্য হাবশি-গোলাম কাফ্রি-কালো :
জ্যোতির উদ্ভাসে তার হৃদয়ের আঁধার মিলালো :
পুষ্পশয্যা হয়ে উঠল তপ্ত বালু, জ্বলন্ত অঙ্গার।

হাবশি গোলাম বটে, গাত্রত্বক কাফ্রি-কালো বটে,
হৃদয়ে ও কণ্ঠে তবু প্রজ্বলিত চাঁদের আধখানা :
মরুর বালিতে ওড়ে অজস্র জ্যোৎস্নার সোনাদানা,
মুণিমুক্তা ঝরে পড়ে ফেরেশতার পাখার ঝাপটে।

বেলালের কণ্ঠ থেকে উঠেছে 'আল্লাহু আকবর!'
টলে পড়ল লাত-মানাত, জ্বিন-পরি, ডাকিনী-পিশাচী।
দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল কম্বুকণ্ঠ 'আল্লাহু আকবর!'
ধ্বনিত সত্যের ডাকে প্রকম্পিত উদীচী-অবাচী।
নিশিবাতাসের ঢেউয়ে স্পন্দমান 'আল্লাহু আকবর!'
নীল আকাশের ডোম ঘিরে ঘরে তারার মৌমাছি॥

খালিদ-বিন-ওয়ালিদ : আল্লার তলোয়ার

'The fiercest and most successful of the Arabian warriors.'

—The Decline And Fall of the Roman Empire : Gibbon.

বেহেশতে যাবেন যিনি, তাঁর জন্যে নিষিদ্ধ রোদন।—
উমরের এ-আদেশ খালিদের মৃত্যুতে যখন
না-মেনে, উঠেছে তুঙ্গ কান্নার মাতম পথে-পথে,
সঙ্গে-সঙ্গে খলিফার হাতের চাবুক গর্জে ওঠে।

তখনই শোনেন তাঁর কন্যাই ক্রন্দন-কাতর।
দরোজার কাছে গিয়েও উমরের পা দুটি পাথর।
খোলা হলো না দরোজা। বসে পড়লেন। ততক্ষণে,
চোখের পানিতে ভেসে গিয়ে, তাঁরও পড়েছিল মনে :—

বিদ্যুতের চেয়ে দীপ্র চমকায় আল্লার তলোয়ার।
ওহোদ, কাজিমা, ওয়াজাদা, ইয়ারমুক, আজ্‌নাদীন—
সব-কিছু শত্রুমুক্ত, সব-কিছু রঙিন-স্বাধীন।
যখনই ঝলকে ওঠে আকাশে আল্লার তলোয়ার—
দিন হয়ে ওঠে রাত্রি, রাত্রি হয় ঝলমলে দিন—
সূর্য বা চন্দ্রের মতো চমকায় আল্লার তলোয়ার ॥